যুগান্তর

তারিখ 07 SEP 2013
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

দুর্নীতি ঠেকাতে শিক্ষামন্ত্রীর উদ্যোগ

সিলেট কৃষি ভার্সিটির সমাবর্তন নিয়োগ ও সিন্ডিকেট সভা স্থগিত

আবদুর রকিব মেন্টু, সিলেট ব্যুরো

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (সিকৃবি) নিয়োগবাণিজ্য রোধে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সিন্ডিকেট সভা স্থগিত করেছেন। আজ এই সভা হওয়ার কথা ছিল। পাশাপাশি মন্ত্রী সব নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত ও সরকারের শেষ মুহূর্তে কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষ সমাবর্তন আয়োজন আটকে দিয়েছেন। নিয়োগবাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে বর্তমান ভিসি প্রফেসর ড. মো. শহীদ উল্লাহ তালুকদার দফায় দফায় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। এই প্রক্রিয়ায় ইতিমধ্যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পদে ইউজিসি কর্তৃক অনুমোদিত পদের চেয়ে অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ দেন। অতিরিক্ত জনবলের বেতনভাতাদি খাতে প্রায় আড়াই কোটি টাকার বাজেট ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বর্তমানে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ তহবিল ও কল্যাণ তহবিলের টাকা থেকে অতিরিক্ত জনবলের বেতনভাতা প্রদান করা হচ্ছে। তারপরও থেমে থাকেনি নিয়োগবাণিজ্যের তৎপরতা। সম্প্রতি ফের দুই দফায় ৮৪ জন কর্মচারী ও কিছু লেকচারার পদে লোক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয় পত্রিকায়। ভিসির নেতৃত্বাধীন নিয়োগবাণিজ্য সিন্ডিকেট পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়ার পর উল্লেখিত পদে নিয়োগ দেয়ার কথা বলে চাকরি প্রত্যাশী লোকজনের কাছ থেকে হাতিয়ে নেয় প্রায় কোটি টাকা। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত নিয়োগ দেয়া হয়নি কোনো ট্রেজারার। ভিসির ক্ষমতা খর্ব হওয়ার ভয়ে এ পদে কাউকে নিয়োগ না দিয়ে ভিসি নিজেই ট্রেজারারের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও এখন পর্যন্ত সিকৃবিতে কোনো স্থায়ী রেজিস্ট্রার নিয়োগ দেয়া

স্থগিত : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৬

স্থগিত : সমাবর্তন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

হয়নি। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পদে ভিসির আশীর্বাদপুষ্ট লোকজন চুক্তিভিত্তিক বা ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ক্যাম্পাসে গুঞ্জন রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজের সব কর্তৃত্ব ভিসির হাতে রাখতেই ট্রেজারার নিয়োগ দেয়া হয় না। উন্নয়ন কাজে লুটপাট, দুর্নীতি ও অনবরত নিয়োগবাণিজ্য রোধ করতেই শিক্ষামন্ত্রী সিকৃবির সব নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং সিন্ডিকেট সভা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দিয়েছেন। মন্ত্রীর এই পদক্ষেপে সব মহলে প্রশংসিত হলেও খুশি হতে পারেননি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগবাণিজ্য সিন্ডিকেটের সদস্যরা। এই সিন্ডিকেটের প্রধান নেতা ছাত্র পরামর্শ পরিচালক প্রফেসর ডা. জামাল উদ্দিন ভূঞা ও ডেপুটি রেজিস্ট্রার ডা. খন্দকার মাজহারুল আনোয়ার শাহজাহান। লোকজনকে চাকরি দেয়ার কথা বলে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ উঠেছে তাদের বিপক্ষে। উর্ধ্ব পদে থেকে নিম্ন পদে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের নিয়ম না থাকলেও শাহজাহান দীর্ঘদিন ভিসির পিএস হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন। সম্প্রতি মন্ত্রণালয়ের চাপে এ পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন তিনি।

সংশোধনী : গত ৩ সেপ্টেম্বর দৈনিক যুগান্তরে প্রকাশিত সিকৃবিতে উন্নয়ন কাজে চলছে হরিলুট শীর্ষক সংবাদে প্রকল্প বাস্তবায়নে পরামর্শ ফি বাবদ দশ লাখ টাকা নির্দিষ্ট বরাদ্দ থাকলেও অনিয়মের মাধ্যমে ওই প্রতিষ্ঠানকে ৩৭ কোটি টাকা প্রদান করা হয় লেখা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠানকে ৩৭ লাখ টাকা প্রদান করা হয়।